ইত্তেফাক

10/8/80

2 8

5

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

আমরা চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের ১৯৭৮-৭৯ সেশনে ভর্তি হওয়া ছাত্র। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজও আমরা ১ম বর্ষের ছাত্রই আছি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া নয় বরং পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে না পারিয়া। এর জন্য দায়ী কে—ছাত্র, সরকার না কর্তৃপক্ষ? বাংলাদেশের সকল প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব আছে। বাংলাদেশে অনেক প্রকৌশলী আছেন যাহারা শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণে আগ্রহী। কিন্তু শিক্ষকরা যে সুযোগ-সুবিধা পান তাহা এতই অপ্রতুল যে, কেহই শিক্ষকতা পেশা পারতপক্ষে গ্রহণ করেন না। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত নবেম্বর মাসে আমাদের ক্লাস পুনরায় শুরু হইয়াছে। আশা করিয়াছিলাম রোযার পরে পরীক্ষা হইবে। কিন্তু তাহাও আজ স্বপ্নই রহিয়া গেল। কারণ, নন-ডিপার্টমেণ্টাল শিক্ষকগণ গত মাসের প্রথম দিক হইতে ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে ছাত্রদের অনির্দিষ্টকালের ব্যয়ভার বহন অভিভাবকদের জন্য কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন, ধর্মঘটী শিক্ষকদের দাবী মানিয়া লইয়া ও সকল প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে প্রকৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্যের অবসান ঘটান হউক।

—জি, এন, রেজা (নাসিম),
প্রথম বর্ষ, প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম।